Rajshahi University journal of arts & law Vol. 51 (2023) pp. 119-130
ISSN 2309-0898

হুনায়ন ইব্ন ইসহাক : অনুবাদকর্ম ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর অবদান
[Hunayn ibn Ishaq: His Contribution to Translation and Medical Science]

গুলশান আকতার*

Abstract

Hunayn ibn Ishaq was a Nestorian Christian scholar and scientist from Hirat. He was also an eminent translator of the Abbasid period. The translation work of *'Baitul Hikma'* was carried out under his supervision. Due to which he was awarded the title of *'Sheikh of Translators'*. His contribution to the Arabization of Greek science has left the world forever indebted. Although he had a reputation as a translator, he was also a medical scientist. He has made significant contributions to the field of ophthalmology by writing books. Hunain established himself as a knowledgeable, reliable and skilled translator through hard work. Travelling widely, he collected an informative collection of Greek manuscripts. Later, in translating those manuscripts, he tried with great care to translate them in the most informative way, which has made him especially memorable in the pages of history.

***মূল শব্দ*: হুনায়ন ইব্ন ইসহাক, অনুবাদকর্ম, চিকিৎসা বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও চক্ষু চিকিৎসা।**

১. ভূমিকা

আব্বাসীয় যুগে জ্ঞান চর্চার বিশ্ববিশ্রুত কেন্দ্র *বায়তুল হিকমার* মহাপরিচালক এবং শায়খুল মুতারজিম উপাধিতে ভূষিত আবূ যায়দ হুনায়ন ইব্ন ইসহাক আল-ইবাদী বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থরাজি অনুবাদে এক অবিস্মরণীয় নাম। খলীফা আল-মামুনের খিলাফতকালে যে সকল জ্ঞানী ও পণ্ডিত ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিশেষ অবদান রেখে গেছেন তাদের মধ্যে হুনায়ন ইব্ন ইসহাক ছিলেন গৌরবজ্জ্বল আসনে সমাসীন। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত, চিকিৎসক ও অনুবাদক। তাঁর অপরিসীম দক্ষতা ও প্রচেষ্ঠার কারণে খলীফা আল-মামুনের সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মুসলমানদের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়। গ্রিক জ্ঞান-ভাণ্ডার অভ্রান্তরূপে আরবীয়করণের ক্ষেত্রে হুনায়ন ইব্ন ইসহাকের অক্লান্ত পরিশ্রম সমগ্র বিশ্বকে ঋণী করে রেখেছে। তিনি একজন প্রথিতযশা চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন। চক্ষু চিকিৎসায় তিনি যুগোপৎ অবদান রাখেন। তাঁর চক্ষু গবেষণার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী চিকিৎসকগণ সঠিক নির্দেশনা লাভ করেন। হুনায়ন চিকিৎসা সেবায় নৈতিকতার প্রশ্নে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি পৃথিবীতে শুধু তার গবেষণা সমৃদ্ধ কর্ম রেখে যাননি, বরং তার জীবনাদর্শ চিকিৎসা পেশায় অদ্যাবধি বিদ্যমান আচরণের নৈতিক মান প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছে। আলোচ্য প্রবন্ধে অনুবাকর্মে ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে হুনায়ন ইব্ন ইসহাকের অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

২. হুনায়ন ইব্ন ইসহাক-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নবম শতাব্দীর অনুবাদকদের মধ্যে তিনি একজন খ্যাতিমান অনুবাদক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি ১৯৪ হিজরী মোতাবেক ৮১০ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসীয় আমলে ইরাকের হিরা অঞ্চলে

* পিএইচ.ডি গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী ৬২০৫, বাংলাদেশ
E-mail: aktergulshan927@gmail.com

জাতিগতভাবে আরব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[১] কেউ কেউ বলেন, "তিনি ৮০৯ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন।"[২] তিনি জন্ম সূত্রে আরবীয় এবং ধর্মসূত্রে খ্রিস্টান ছিলেন।[৩] তাঁর নাম হুনায়ন ইব্ন ইসহাক আল-ইবাদী[৪]।[৫] কুনিয়াত আবূ যায়দ।[৬] অনুবাদকার্যে অভূতপূর্ব সাফল্য এবং কৃতিত্বের জন্য হুনায়ন ইব্ন ইসহাক আরবদের নিকট অনুবাদকদের শেখ বা প্রধান (**شيخ المترجمين**) হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।[৭] তিনি ছিলেন একজন *নেস্টোরীয়* খ্রিস্টান।[৮] আরবদের কাছে তিনি একজন *ইবাদী (যিশুর)* উপাসক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর পিতা ইসহাক একজন *ফার্মাসিস্ট* ছিলেন।[৯] পরবর্তীতে তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেন।[১০] বিখ্যাত আরবীয় সম্প্রদায় 'ইবাদ'-এর প্রতি সম্পর্কযুক্ত করে তাঁকে 'আল-ইবাদী' বলা হয়। এ সম্প্রদায়টি বিভিন্ন আরব উপজাতির সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, পরবর্তীতে সেটি *নেস্টোরীয়* খ্রিস্টধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। পাশ্চাত্য জগতে তিনি *Johannitius onan* এর *Hunainus* নামে পরিচিতি লাভ করেন।[১১]

বাল্যকালে হুনায়ন আরবী ও সিরীয় ভাষা আয়ত্ত্ব করেন। তিনি বসরায় গমন করেন এবং সেখানে খালীল ইব্ন আহমদ-এর নিকট আরবী ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। পরবর্তীতে হুনায়ন চিকিৎসা বিদ্যায় জ্ঞান অর্জনের জন্য জুনদিশাহপুর ও বাগদাদে গমন করেন। বাগদাদে তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক ইউহান্না ইব্ন মাসাওয়াহ এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি জিব্রীল ইব্ন বখ্তিয়াসূর এর অধীনে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তিনি ল্যাটিন ভাষায় পারদর্শী হওয়ার জন্য বিদেশ গমন করেন।[১২] তিনি একাধারে পার্সিয়ান, গ্রিক, আরবী ও সীরিয় ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তবে তার শিক্ষা জীবন সম্বন্ধে কথিত আছে- একদা তিনি ইউহান্না ইব্ন মাসাওয়াহ্ এর নিকট পাঠ শিক্ষা করছিলেন। তিনি অধিক প্রশ্ন করতেন এবং জানতে আগ্রহী ছিলেন, এদিক থেকে তাকে একজন জ্বালাতনকারী ছাত্রই বলা যায়। একদিন ইউহান্না তার ধৈর্যের সীমা হারিয়ে রেগে উচ্চস্বরে বলে উঠেন যে, হিরা অঞ্চলের জনগণের সাথে চিকিৎসার কি (বিজ্ঞানের) সম্পর্ক? যাও এবং রাস্তায় মুদ্রা পরিবর্তনের কাজ করো। তিনি তাকে তাড়িয়ে দেন, এমতাবস্থায় হুনায়ন কাঁদছিলেন। হুনায়ন এ প্রত্যাখ্যানে মনোবল হারাননি; বরং তিনি এই সুযোগকে ভালো কাজে ব্যবহারের জন্য বদ্ধপরিকর হন। এ সময় তিনি গ্রীসে গিয়ে গ্রিক ভাষা আয়ত্ব করেন। অতঃপর বসরা গমন করে আরবী ব্যাকরণের জটিল বিষয়গুলো শিক্ষা করেন। এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান *(Clinical medicine)* অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগ দেন। তখন তিনি জিব্রীল ইব্ন বখতিয়াসূর লেকচারে যোগদান করেন।[১৩]

৩. কর্মজীবন ও অনুবাদকর্মে তাঁর অবদান

হুনায়ন ইব্ন ইসহাক একজন শ্রেষ্ঠ আরবীয় অনুবাদক ছিলেন। তিনি স্বর্ণযুগে তথা আব্বাসীয় আমলে আব্বাসীয় খলীফাদের তত্ত্বাবধানে অনুবাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি চিকিৎসক ইব্ন মাসাওয়াহ[১৪] এর *কমপাউন্ডার (ফার্মাসিস্ট)* হিসেবে কিছু দিন কাজ করেছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গ্রিক পাণ্ডুলিপির সন্ধানে গ্রিক ভাষা ভাষীর বিভিন্ন দেশ সফর করেন। এক পর্যায়ে তিনি খলীফা আল-মামুনের[১৫] স্থায়ী চিকিৎসক ইব্ন বখতিয়াসূর অধীনে চাকুরিতে নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে খলীফা আল-মামুন হুনায়নকে তার প্রতিষ্ঠিত *বায়তুল হিকমার* তত্ত্বাবধায়ক বা *সুপারেনটেনডেন্ট* নিযুক্ত করেন। তিনি একাধারে অনুবাদক, চিকিৎসক (চক্ষু) এবং বিজ্ঞানী ছিলেন।[১৬] এছাড়া তিনি আরবী, গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার পণ্ডিত ছিলেন।[১৭] তাকে ইরাকের চিকিৎসকদের প্রধান (**شيخ الأطباء بالعراق**) বলা হয়।"[১৮]

৩.১ আব্বাসীয় আমলে অনুবাদ কর্মে নিয়োজিত

অনুবাদকদের মধ্যে যাঁরা আব্বাসীয় রাজদরবার অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক অন্যতম। নবম শতাব্দীতে *নেস্টোরীয়* খ্রিস্টানদের সাহায্যে অনুবাদের কাজ আরম্ভ হয়। আর হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাকও ছিলেন একজন *নেস্টোরীয়* খ্রিস্টান। তিনি প্রায় গ্রিক, সিরীয় আরবী ও ফরাসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। অনুবাদকার্য আব্বাসীয় খলীফা আল-মামুনের (৮১৩-৩৩খ্রি.) সময় চরমোৎকর্ষ লাভ করে। তিনি অনুবাদ কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য বাগদাদে *বায়তুল হিকমাহ্ (House of wisdom)* প্রতিষ্ঠা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের অনুবাদ সংস্থার প্রধান ছিলেন প্রতিভাধর দার্শনিক ও চিকিৎসক হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক।[১৯] এ অনুবাদ কার্যে নিযুক্ত থাকার সুবাদে হুনায়ন তার পুত্র ইসহাক[২০] এবং ভ্রাতুষপুত্র হুবায়েশ ইব্‌ন আল-হাসানের সহযোগিতায় তেরোটি সিরীয় ও ষাটটি আরবী গ্রন্থের অনুবাদ সম্পন্ন করেন। এছাড়া অনুবাদ কর্মে হুনায়ন আরো দুজন কৃতি ছাত্রেরও সাহায্য পান। এদের একজন হলেন ঈসা ইব্‌ন ইয়াহিয়া এবং অপরজন হলেন মূসা ইব্‌ন খালিদ। ভালো আরবী না জানার কারণে অনুবাদকর্মের প্রথম পর্বে গ্রিক থেকে সিরীয় ভাষায় অনুবাদের দায়িত্ব ছিল হুনায়নের।[২১]

দ্বিতীয় স্তরে হুনায়নের উল্লিখিত সহযোগী এবং ছাত্রদের দায়িত্ব ছিল গ্রন্থগুলোকে সিরীয় ভাষা থেকে আরবী ভাষায় রূপান্তর করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, *এরিস্টোটলের Hermeneutica* প্রথমে হুনায়ন কর্তৃক গ্রিক থেকে সিরীয় ভাষায় অনূদিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আরবী ভষায় দক্ষ হুনায়ন পুত্র ইসহাক সেটিকে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। এভাবে ইসহাক *এরিস্টোটলের* অনেক গ্রন্থ সিরীয় থেকে আরবীতে অনুবাদ করেন। এছাড়াও হুনায়ন *গ্যালেন*, *হিপোক্রেটিস* এবং *ডায়াসকোরাইডের* বহু সংখ্যক গ্রন্থ সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন, যেগুলো পরে অন্যদের দ্বারা আরবীতে অনূদিত হয়। এছাড়াও *প্লেটোর Republic*, *এরিস্টোটলের Categories. Physics* এবং *Magna Moralia* প্রভৃতি গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদের জন্য প্রথমে সিরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। হুনায়নের প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত গ্রন্থাদির মধ্যে গ্যালেনের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাসমগ্রের সিরীয় ভাষায় ভাষান্তরকরণ এবং তা থেকে অন্যদের সেগুলোকে আরবীতে অনুবাদকরণ। ভাবতে গর্ব হয় শরীরতত্ত্বের উপর গ্রিক ভাষায় রচিত গ্যালেনের সাতটি গ্রন্থ গ্রিকদের কাছ থেকে হারিয়ে গেলেও সেগুলোর আরবী অনুবাদ কিন্তু আজও বিদ্যমান।

হুনায়ন নিজে খ্রিস্টান ছিলেন বলে অন্যান্য বিষয়ের গ্রিক গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদের পাশাপাশি বাইবেলের গ্রিক ভাষ্য *Septuagint*-কে আরবী ভাষায় অনুবাদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এছাড়াও তিনি *হিপোক্রেটিসের Aphorism* বা তার সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বাণীর সংকলন আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করে মুসলমানদের জন্য রেখে গেছেন এক অমূল্য সম্পদ। এছাড়াও সম্প্রতি প্রকাশিত *Missive on the Galentic Translation* থেকে জানা যায় যে, হুনায়ন গ্যালেনের সকল রচনা আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। এতে করে এগুলোর সংখ্যা দাড়ায় সিরীয় ভাষায় ৯৫ বা ১০০টি এবং চিকিৎসা ও দর্শন বিষয়ে আরবীতে অনূদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৯টি। এভাবেই গ্রিক বিজ্ঞানের বিশাল উত্তরাধিকার খ্রিস্টান অনুবাদকদের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের কাছে পরিচিত হয়। গ্যালেন তাঁর নিজ গ্রন্থ ছাড়াও *হিপোক্রেটিসের* গ্রন্থে অনেক মূল্যবান টীকা সংযোজন করেছিলেন। হুনায়ন এ সকল টীকা সিরীয় এবং আরবী ভাষায় অনুবাদ করে চিন্তাশক্তিকে সচল রাখার পথ সুগম করেছিলেন।[২২]

হুনায়ন *অরিবাসিয়াসের Synposis*, *এজিনার পলের Seven book* (সপ্তগ্রন্থ) এবং *ডায়াসকোরাইডের* বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ *Materia Medica* সিরীয় থকে আরবীতে অনুবাদ করেন। উল্লেখ্য, শেষোক্ত *Materia Medica* ইতোপূর্বে জনৈক অনুবাদক দ্বারা আরবীতে অনূদিত হলেও সে অনুবাদ যথার্থ বলে বিবেচিত না হওয়ায় হুনায়ন কর্তৃক তা পুনরায় অনূদিত হয়। এছাড়া তিনি অন্যান্য গ্রিক

চিকিৎসা বিজ্ঞানী, পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানী এবং *এরিস্টোটলের* প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ সিরীয় ভাষার মাধ্যমে আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। তাঁর এ সকল অনুবাদ কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রিক বিজ্ঞানের সাথে মুসলমানদের পরিচিতি এত নিবিড় হয় যে, এ কারণেই দুজন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ইব্ন আল ইব্রী এবং আল-কিফতি হুনায়ন ইব্ন ইসহাককে 'বিজ্ঞানের একটি উৎস' *(A Source of Science)* বলে উল্লেখ করেছেন।[২৩] তিনি ইউক্লিডের গ্রন্থগুলো আরবীতে অনুবাদ করেন।[২৪]

৮৫৬ খ্রিস্টাব্দে খলীফা আল-মুতাওয়াক্কীল[২৫] (৮৪৭-৮৬১খ্রি.) সামাররা থেকে বাগদাদে রাজধানী পুনরায় ফিরিয়ে আনেন। হুনায়নের পাণ্ডিত্য এবং মেধার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করে খলীফা তাঁকে বাগদাদের নব প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার এবং অনুবাদ সংস্থার প্রধান হিসেবে নিয়োগ দান করেন। হুনায়ন কেবলমাত্র একজন অনুবাদকই ছিলেন না; সেই সাথে তিনি দুষ্প্রাপ্য পাণ্ডুলিপির একজন যত্নবান সংগ্রাহকও ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এমন তথ্যও পাওয়া যায় যে, গ্যালেনের একটি দুর্লভ গ্রন্থের সন্ধানে একদা তিনি মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন এবং মিশর চষে বেড়িয়েছিলেন। অবশেষে উক্ত গ্রন্থটির কেবল অর্ধেক অংশ তিনি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন দামেস্ক থেকে। কোনো গ্রন্থের সঠিক পাঠোদ্ধারে তিনি তাঁর এক নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরন করতেন। তাঁর নিজের জীবনী থেকেই আমরা জানতে পারি যে, তিনি আধুনিক পণ্ডিতদের মতো অন্তত তিনটি পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে কোন একটি গ্রন্থের পাঠ্যোদ্ধারে প্রয়াসী হন। এক্ষেত্রে তিনি একজন নিষ্ঠাবান অনুবাদক ছাড়াও নিঃসন্দেহে একজন আধুনিক দায়িত্বশীল সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন।[২৬]

হুনায়নের অনেক অনূদিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বর্তমানে *কনস্টানটিনোপলের* গ্রন্থাগার সমূহে সযত্নে রক্ষিত আছে। অনুবাদকর্মে প্রাঞ্জল এবং সাবলীল ভাষায় নিপুণ প্রয়োগের পাশাপাশি আদি গ্রিক পাণ্ডুলিপির সাথে অনূদিত গ্রন্থের সহজ সরল *অভিযোজন (Adaptation)* তাঁর অনুবাদকর্মকে করে তুলত নিশ্চিতভাবে সুখপাঠ্য। আর সম্ভবত এসব কারণেই খলীফা আল-মামুন হুনায়নের অনূদিত প্রতিটি গ্রন্থের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করতেন তাঁর অনূদিত গ্রন্থের ওজনের সমপরিমান স্বর্ণ দ্বারা।[২৭]

৩.২ গ্রন্থাবলী

হুনায়ন গ্যালেনের প্রায় **১২৯** টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। এছাড়া তিনি *প্লেটো*, *এরিস্টোটল*, *ডায়াসকোরাইড*, *ইউক্লিড*, *হিপোক্রেটিস*, *ওরিবাসিস*, *টলেমি*, *পল* প্রমুখ বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ তিনি অনুবাদ করেন। তিনি অনুবাদ গ্রন্থ ছাড়াও প্রায় শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন এবং এর অধিকাংশই চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক।[২৮] কেউ কেউ বলেন, তিনি গ্রিক থেকে সিরীয় ও আরবী ভাষায় অনুবাদ ব্যতিত ২৫টি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[২৯]

১. বিশাল সিরীয় **আরবী অভিধান** প্রণয়ন।

২. **আদবিয়াতুল মুফ্রাদাত (الأدوبية المفردة)**

৩. **আল-কাউলু ফী হিফযিল আস্নান ওয়া ইসতিসলাহুহা (القول في حفظ الأسنان واستصلاحها)**

৪. **কুন্নাশুল খাফ্ফা (كناش الخفاء)**

৫. **কিতাবুল আশার মাকালাত ফিল-আইন (كتاب العشر مقالات في العين)**: এটি চক্ষু বিষয়ক দশটি নিবন্ধ সম্বলিত গ্রন্থ।

৬. **কিতাবুল মাসাঈল ওয়া হুয়াল মাদখাল ইলা সানা'আতিত্ তিব্ব (كتاب المسائل وهو المدخل إلى صناعة الطب)**

৭. **কিতাব আল-আগযিয়া (كتاب الاغذية)**

৮. **কিতাবুত্-তিরইয়াক (كتاب الترياق)**

৯. **কিস্‌সাতু সালামান ওয়া আবসাল (قصة سلامان وابسال)**
১০. **কিতাবুন্‌ ফিল মানতিক (كتاب في المنطق)**
১১. **কিতাবুন্‌ ফিন্‌ নাহু (كتاب في النحو)**
১২. **কিতাবুন্‌ ফী আহকামিল আ'রাব (كتاب في أحكام الأعراب)**
১৩. **কিতাবু ফী তারকীবিল-আইন (كتاب في تركيب العين)**
১৪. **কিতাবু হিফযিস্‌ সিহাহ (كتاب حفظ الصحة)**
১৫. **কিতাবু হিলাতিল বারা (كتاب حيلة البرء)**
১৬. **কিতাবু তারীখুল আলিম ওয়াল মাবদাআ ওয়াল আনবিয়া ওয়াল মুলূক ওয়াল উমাম ওয়াল খুলাফা ওয়াল মুলূক ফিল-ইসলাম (كتاب تاريخ العالم والمبدأ والأنبياء والملوك والامم والخلفاء والملوك في الإسلام)**
১৭. **তারীখুল আতিব্বা (تاريخ الأطباء)**
১৮. **তাশরী'উল কাবীর (تشريع الكبير)**
১৯. **মাকালাতুন্‌ ফী খালকিল ইনসান (مقالة في خلق الإنسان)**
২০. **মাকালাতুন্‌ ফী তাকাসীম ইলালিল আইন (مقالة في تقاسيم علل العين)**
২১. **মাকালাতুন্‌ ফী কাওনিল জানীন (مقالة في كون الجنين)**
২২. **ধর্মকে কীভাবে উপলব্ধি করা যায়** (How to Grasp Religion) প্রভৃতি।[৩০]

এছাড়াও হুনায়ন অসংখ্য নিবন্ধ রচনা করেছেন এবং *এরিস্টোটল*, *গ্যালেনের* বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেছেন। তিনি মূলত দর্শন, ধর্ম এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের গ্রন্থগুলো অনুবাদের জন্য স্বরণীয় হয়ে আছেন যা পরবর্তী চিকিৎসকদের চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পাদন সহজ করে দিয়েছে। অবশ্য তিনি আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন।

৩.৩ মৃত্যু

হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক ২৬০ হিজরী মোতাবিক ৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।[৩১] কেউ কেউ বলেন, তিনি ৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ৬৪ বছর বয়সে বাগদাদে মৃত্যুবরণ করেন।[৩২] তিনি কেবল অনুবাদ ও মৌলিক রচনাগুলোর সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারই ছেড়ে যাননি বরং তাঁর অনুকরণীয় জীবনও ছেড়ে গেছেন। তিনি তাঁর পেশার মাধ্যমে নৈতিকতার মানদণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন যা অদ্যাবধি বিদ্যমান।[৩৩]

৪. চিকিৎসা বিজ্ঞানে হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাকের অবদান

হুনায়ন ইব্‌ন ইসহাক এর প্রধান অবদান হলো, আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানে এবং গ্রিক ভাষায় রচিত অসংখ্য চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থগুলোর অনুবাদ। তিনি বাগদাদে আব্বাসীয় খলীফাদের পৃষ্টপোষকতায় এসব গ্রন্থগুলো অনুবাদ করেন। বিশেষ করে আব্বাসীয় খলীফা আল-আমিন[৩৪] (৮০৯-৮১৩) থেকে আল-মুতামিদ[৩৫] (৮৭০-৮৯২)-এর আমলে এ অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হয়।[৩৬] তিনি একজন বিখ্যাত *নেস্টোরীয়ান* চিকিৎসক ছিলেন। তিনি নিজেই দুষ্প্রাপ্য গ্রিক গ্রন্থগুলো বহু দেশ ভ্রমণ করে সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি গ্রিক চিকিৎসক গ্যালেনের ১২৯টি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। *হিপোক্রেটিসের Aphorism* বা তার সংক্ষিপ্ত জ্ঞানগর্ভ বাণীর সংকলন আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। যা মুসলমানদের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। এছাড়াও সম্প্রতি প্রকাশিত *Missive on the Galentic Translation* থেকে জানা যায় যে, হুনায়ন গ্যালেনের সকল রচনা আরাবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেছিলেন।

হুনায়ন *আরিবাসিয়াসের* *Synposis,* *এজিনার পলের* *Seven books* (সপ্ত গ্রন্থ) এবং *ডায়াসকোরাইডের* বিখ্যাত চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থ *Materia Medica* সিরীয় ভাষা থেকে আরবীতে অনুবাদ করেন। এছাড়াও হুনায়ন অন্যান্য গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও পশু চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের গ্রন্থ সিরীয় ভাষা থেকে আরবীতে অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। এভাবে *গ্যালেন*, *হিপোক্রেটিস*, *আরিবাসিয়াস*, *এজিনার পল*, *ডায়াসকোরাইডের* প্রমুখ গ্রিক চিকিৎসা বিজ্ঞানী তাঁর মাধ্যমে আরবে পরিচিত হন।[৩৭] যদিও তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে কোন প্রকৃত অবদান রাখেননি, কিন্তু তিনি যে অবদান (সেবা) রেখে গেছেন তা ভবিষ্যৎ আরব চিকিৎসকদের পথ অনেক সহজ করে দিয়েছিল। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর কিছু *Monographs* রচনা করেছিলেন।[৩৮] তিনি একটি বিশাল সিরীয়-আরবী ডিকশনারী প্রণয়ন করেছিলেন। অনুবাদ কর্ম ছাড়াও হুনায়ন প্রায় শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন এবং এর অধিকাংশই চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর যেসব গ্রন্থ মুসলিম প্রাচ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে তা হলো নিম্নরূপ:

১. **কিতাবুল মাসাঈল ফিল-আইন (كتاب المسائل في العين):** এ গ্রন্থটিতে চোখ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কারণ তখন প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির বেশ প্রচলন ছিল।

২. **কিতাবুল আশারা মাকালাতি ফিল-আইন (كتاب العشر مقالات في العين):** গ্রন্থটিতে দশটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। এটি ছিল আরবদের থেকে উৎসারিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত চক্ষু সংক্রান্ত সাহিত্য। এটি মূলত চক্ষু বিষয়ক দশটি নিবন্ধের সংকলন। প্রথম নিবন্ধে চোখের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় নিবন্ধে মস্তিষ্কের প্রকৃতি ও তার (ব্যবহার) উপকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় নিবন্ধে অপটিক নার্ভ, ভিজুয়াল স্পিরিট (আত্মা) এবং এর নিজস্ব দর্শনশক্তি (Vision) কেমন সে সম্পর্কিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ নিবন্ধে এমন সকল বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে, যা সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য। এবং এর বিপরীতার্থক বিষয়গুলোকে পরিত্যাগ করা হয়েছে। পঞ্চম নিবন্ধে (দুর্ঘটনাবসত) চোখে সৃষ্ট রোগের লক্ষণ ও সেগুলোর কারণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। ষষ্ঠ নিবন্ধে দৃষ্ট হওয়া বিভিন্ন রোগের লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। সপ্তম নিবন্ধে সাধারণ সকল ঔষধের গুণাগুণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অষ্টম নিবন্ধে বিশেষ করে চোখ ও তার প্রজাতির জন্য (নির্দিষ্ট শ্রেণির) ঔষধ এর প্রকার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। নবম নিবন্ধে চোখের বিভিন্ন রোগসমূহের চিকিৎসা *(Medical Treatment)* সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দশম নিবন্ধে চোখের রোগসমূহের জন্য উপযোগী যৌগিক ঔষধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।[৩৯]

   তিনি চক্ষুর গঠন, মস্তিষ্ক, চক্ষুর সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগকারী স্নায়ু প্রভৃতির ব্যখ্যা প্রদান করেন। তারপর চক্ষুর বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এ সম্পর্কে তাঁর গ্রন্থে বহু সংখ্যক চিত্র সংযোজিত হয়েছে।[৪০] এটি ছিল আরবদের থেকে উৎসারিত প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিশেষায়িত চক্ষু সংক্রান্ত সাহিত্য।

৩. **কিতাবুল মাসাঈল ওয়া হুয়াল মাদখাল ইলা সানাআতিত তিব্ব (كتاب المسائل وهو المدخل) (إلى صناعة الطب) :** এটি একটি সারগ্রন্থ যাতে *ফার্মাসিউটিক্স* ও *ইউরোস্কপি* সহ সাধারণ ঔষধের প্রাথমিক সমস্যাগুলো উপস্থাপিত হয়েছে।

৪. **কিতাব আল-আগযিয়া (كتاب الاغذية):** এটি পূর্বের সকল গ্রন্থ থেকে ব্যাপক ও বিস্তৃত ভোজন প্রনালী সংক্রান্ত গ্রন্থ।[৪১]

৫. **কিতাবু তারকীবিল আইন** (**كتاب تركيب العين**)

৬. **কিতাবুল আলওয়ান** (**كتاب الألوان**)

৭. **কিতাবু তাকাসীম ইলাল আইন (كتاب تقاسيم علل العين)**

৮. **কিতাবু ইলাজ আমরাদুল আইন বিল হাদীদ (كتاب علاج أمراض العين بالحديد)**

৯. **কিতাবু ইখতিয়ার আদবিয়াত ইলালিল আইন (كتاب اختيار أدوية علل العين)**

১০. **কুন্নাশুল খাফ্‌ফা (كنّاش الخفاء)**

১১. **আল-কাউলু ফী হিফযাল আসনান ওয়া ইসতিসলাহুহা (القول في حفظ الأسنان واستصلاحها)** এটি দন্ত চিকিৎসা সংক্রান্ত গ্রন্থ। এ বিষয়ে এটি ছিল প্রথম বিস্তৃত উপস্থাপনা বা বর্ণনা।[৪২]

১২. **তারীখুল আতিব্বা (تاريخ الاطباء)**

১৩. **আদবিয়াতুল মুফরাদাত (الأدوية المفردة)**

এছাড়াও তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রের ওপর অসংখ্য মাক্বালাহ্ প্রণয়ন করেছেন।[৪৩]

উপসংহার

হুনায়ন ও তাঁর সহযোগীদের তর্জমা, টীকা, সারসংক্ষেপ এবং পারসিক ও ভারতীয় চিকিৎসা বিষয়ক ঐতিহ্য খুব দ্রুত মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রসার লাভ করে। ইরাক ও পারস্য থেকে এসব গ্রন্থ স্পেন, উত্তর আফ্রিকা, মিশর ও সিরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমে ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের স্থলে খ্যাতনামা মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানীর আবির্ভাব ঘটে। বিভিন্ন স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ শাখায় পারদর্শী চিকিৎসকগণ চিকিৎসা, গবেষণা ও শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত হন। আরব চিকিৎসা বিজ্ঞানের এবং গ্রিক ভাষায় রচিত চিকিৎসাশাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থ অনুবাদের মধ্য দিয়ে হুনায়ন ইব্ন ইসহাক *বায়তুল হিকমার* (**بيت الحكمة**) জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। অনুবাদকর্ম ছাড়াও হুনায়ন প্রায় শতাধিক গ্রন্থ রচয়িতা ছিলেন। চক্ষু চিকিৎসা সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *কিতাবুল আশারা মাকালাত ফিল আইন* (**كتاب العشر مقالات في العين**), যা নবম শতাব্দীতে মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

[১] ইব্নুল কিফতী, *ইখবারুল উলামা বি আখবারিল হুকামা* (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্, ১ম সংস্করণ, ২০০৫ খ্রি.), পৃ. ৩১; উমার রিদা কাহ্হালাহ্, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১ম খণ্ড (বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ্, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৬৬২; খায়রুদ্দীন আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ২য় খণ্ড (বৈরূতঃ দারুল ইলম লিল-মালা'ঈন, ২০০২ খ্রি.), পৃ. ২৮৭; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতুবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আররাবাহ*, ১ম খণ্ড (কুমঃ মাকতাবাতু আয়াতিল্লাহ্, ১৪১০ হি.), পৃ. ৮০১; ইব্ন আবী উসায়বিআ, *উয়ুনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা* (বৈরূতঃ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ২০১০ খ্রি.), পৃ. ৪৫।

[২] P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan & Co ltd, 1977), p. 363; C. Elgood, *A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate* (Cambridge: 1951), p. 105; Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The legacy of Islam* (London: Oxford university press, 1931), p. 316; Board of Researchers, *Muslim contribution to Science and Technology* (Dhaka: Islamic Foundation, 2012), p. 241; Max Meyerhof, *The Book of the Treatises on the Eye Ascribed to Hunain ibn Ishaq* (Cairo: Government press, 1928), p. xvii.

[৩] Hunayn was an Arab of the tribe of Ibad but christian by religion. cf. A.M.A. Shushtery, *outline of Islamic culture,* vol. 1 (Bangalore, The Bengal printing and publishing co. Ltd. 1954), A.M.A Shushtery, p. 187; ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি* (ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৯৩।

৪ ইবাদী সম্পর্কে ইব্‌নুল কিফতী (র) বলেন,

ونسبته إِلَى العباد وهم قوم من النصارى من قبائل شتى اجتمعوا وانفردوا عن الناس فِي قصور ابتنوها لأنفسهم بظاهر الحيرة وتدينوا بدين النصرانية وقالوا نزيد أن نتسمى بعبيد الله ثُمَّ قالوا العبيد اسم يشارك فِيهِ المخلوق الخالق فِي التسمية لأنه يقال عبيد الله وعبيد فلان والعباد اسم اختص الله بِهِ فيقال عباد الله ولا يقال عباد فلان فتسموا بالعباد ومنهم عدي بن زيد العبادي المشهور صاحب القصة مع النعمان بن المنذر.

দ্র. *ইখবারুল উলামা বি-আখবারিল হুকামা* (কায়রো: মাকতাবাতুল আদাব, ২০০৮ খ্রি.), পৃ. ১৩৩।

৫ শামসুদ্দীন আয্‌-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্‌-নুবালা*, ১২শ খণ্ড (বৈরূত: মু'আস্‌সাসাতুর রিসালাহ্‌, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৪৭২; ইব্‌ন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্ত* (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১৪১৬ হি./১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৪৬৩; C. Elgood, *A Medical History of persia,* p. 105; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস বলেন, **أبو زيد حنين بن إسحاق العبادي النصرانى البغدادى** দ্র. *মু'জামুল মাতবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ্‌ ওয়াল মু'আররাবাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০১।

৬ ইব্‌ন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্ত*, পৃ. ৪৬৩।

৭ P.K. Hitti, *History of the Arabs* (London: Macmillan st Martins press, 1970), p. 312.

৮ ইউসুফ সাম'আন আস্‌-সাম'আনী, *শারহাহু কালামুস সাওবাবী*, ৩য় খণ্ড (মাকতাবা আশ্‌-শারকিয়া, তা.বি.), পৃ. ১৬৪; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস বলেন, **ان حنين كان نسطوريا** দ্র. *মু'জামুল মাতবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ্‌ ওয়াল মু'আররাবাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০১।

৯ খায়রুদ্দীন আয্‌-যিরাকলী বলেন, **كان أبوه صيدلانيا** দ্র. *আল-আ'লাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭; His father was a pharmacist. cf. *Muslim Contribution to science and technology,* p. 241; Max Meyerhof, The Book of the Treatises on the Eye Ascribed to Hunain ibn Ishaq (Cairo: Government press, 1928), p. xvii. He was the son of a druggist. cf. Elgood, *A Medical History of persia,* p. 105.

১০ C. Elgood বলেন, Hunayn was destined to follow his father's footsteps. Cf. *A Medical History of persia,* p. 106.

১১ শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড (কায়রো: তাবাকাতুল মাশাহীর, ১৩৬৭ হি./১৯৪৭ খ্রি.), পৃ. ৩৯৩-৩৯৪; আল-ইয়াফি'ঈ, *মিরআতুল জিনান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ্‌, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হি./১৯৯৭ খ্রি.), পৃ. ১২৭; ইব্‌ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড (বৈরূত: দারু ইহ্‌ইয়াত্‌-তুরাসিল আরবী, ১৪১৭ হি.), পৃ. ২১৭; ইব্‌ন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্ত*, পৃ. ৪৬৩; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ্‌ ওয়াল মু'আররাবাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০১; উমার রিদা কাহ্‌হালাহ্‌, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬২; আয্‌-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭; ইব্‌ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ২৫৭; এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: মালিক লাইব্রেরী, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৮৪; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদান* (ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, সপ্তম প্রকাশ, ২০১৮ খ্রি.) পৃ. ৬৯; মুহাম্মাদ রেজা-ই করীম, *আরব জাতির ইতিহাস* (কলকাতা: মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৮৯-৩৯০; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 363; Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The legacy of Islam* (London: Oxford university Press, 1931), p. 316; A.M.A shushtery, *outline of Islamic culture* (Bangalore: The Bangalore printing and publishing co. Ltd, 1954), p. 139; Board of Researchers, *Muslim contribution to science and Technology* (Dhaka: Islamic Foundation, 2012), p. 241; *Douglas Guthrie* বলেন, Hunayn ibn Ishaq, known in the west as Honain Johannitius.

Cf. *Douglas Guthrie, A History of Medicine* (London: Thomas Nelson & Sons Ltd, 1st published, 1945), p. 88; C. Elgood বলেন, Abu zayd Hunayn ibn Ishaq al-Ibadi; to he medieval world he was Johannitius onan and Hunainus. cf. *A Medical History of persia,* p. 105.

[১২] শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, *তারীখুল ইসলাম*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩-৩৯৪; ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭; এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪; মুহাম্মাদ রেজা-ই করীম, *আরব জাতির ইতিহাস*, পৃ. ৩৮৯-৩৯০; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 363; Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The legacy of Islam*, p. 316; Board of Researchers, *Muslim contribution to science and Technology* (Dhaka: Islamic Foundation, 2012), p. 241; https://m.marefa.org; https://www.noonpresse.com; Max Meyerhof বলেন, He first studied medicine at the famous academy of Gunde-shapur **(جند شابور)** (Khuzistan in persia), an institution founded by the Sasanian King shapur II, in the early part of the ivth century A.D. (was the above mentioned) celebrated christian physician Yahya (Yuhanna) ibn Hunain's masawaih **(يوحنا بن ماسوية)**. Repulsed by the pride of his teacher Hunain left that persian Syriac medical school and passed several years, we do not know where, in order to perfect himself in the Greeek Language. He then went to Basra (Mesopotamia), at that period the high school and centre of studies in Arabic grammar, in order to study this Language (ipersian, Greek and Arabic, besides syriac his mother tongue) when he came to Baghdad, probably about 826 AD. There he entered the service of Gibrail ibn Bakhtishu **(جبرئل بن بختيشو)** (d. 829 A.D.).

Cf. *The Book of the Ten Treatises on the Eye Ascriebed to Hunain ibn Ishaq,* p. xvii.

من أهل الحيرة (في العراق) وسافر حنين إلى البصرة فأخذ العربية عن الخليل بن أحمد، وانتقل إلى بغداد فأخذ الطبّ عن يوحنا بن ماسويه وغيره، وتمكن من اللغات اليونانية والسريانية والفارسية، فانتهت إليه رياسة العلم بها بين المترجمين؛ مع إحكامه العربية، وكان فصيحا بها شاعراً.

দ্র. ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্ত*, পৃ. ৪৬৪; আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭; উমার রিদা কাহ্‌হালাহ্, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬২; ইব্ন আবী উসায়বিয়া, *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৭-২৫৮; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আর্‌রাবাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০১।

[১৩] মূল ভাষ্য: He wast sent to Jundi-shapur and later studied under Yuhanna ibn Masawayh. He was a Troublesome pupil though, probably too eager to ask questions and learn one day losing his patience Yuhanna exclaimed; what have the people of Hira to do with medicine? Go and change money in the streets, and he drove him out in tears. Hunayn did not lose heart at this rebuff, and determined to put to a good use his enforced exile. He spent it in learning Greek, possibly going to Greece itself He then went to Basra to learn the intricacies of Arabic grammar. Then he settled down to study clinical medicine. He began by attending the lectures of jibra'il bin Bakht Yishu.

Cf. C. Elgood, *A Medical History of persia,* p. 106; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 312.

[১৪] ইউহান্না ইব্ন মাসাওয়াহ ছিলেন প্রাথমিক যুগের অনুবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন সিরীয় খ্রিস্টান। তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক জিবরীল ইব্ন বখতিয়াশূর শাগরিদ এবং (পরবর্তীকালের) বিখ্যাত অনুবাদক হুনায়ন ইব্ন ইসহাকের শিক্ষক ছিলেন।

[১৫] খলীফা আল-মামুন: তাঁর প্রকৃত নাম আব্দুল্লাহ্। কুনিয়াত আবূ জা'ফর, উপাধি আল-মামুন। ভ্রাতা আমিনের শোচনীয় মৃত্যুর পর ২৮ বছর বয়সে তিনি আরব সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র খিলাফত লাভ করেন। তিনি ছিলেন সপ্তম আব্বাসীয় খলীফা। তিনি ৮১৩ থেকে ৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২০ বছর (মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত) আব্বাসীয় খিলাফতের রাজাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার শাসনামলে মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উৎকর্ষতা সাধিত হয়েছিল। ফলে সে আমলকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ নামে অভিহিত করা হয়।

দ্র. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা* (আল-হিন্দ: তা.বি.), পৃ. ২৪৫-২৪৬; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: আইডিয়াল বুক্স, ৯ম সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩৬৫; Ralph M. Baker, *Conflict and conquest in the Islamic World: A Historical Encyclopedia,* Vol. 1, ed. Alexander Mikaberidze (ABC-CLIO, 2011), p. 174.

১৬ Gotthard strohmaier, Hunayn b. Ishak al-Ibadi, *The Encyclopedia of Islam*, vol. 12 (Leiden & London: E.J Brill, 2nd ed.,1955-2005), Pp. 578-581; Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The legacy of Islam* p. 316; P.K. Hitti, *History of the Arabs,* p. 312; এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, পৃ. ১৮৪-১৮৫; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৫৮৯; মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ২০০১ খ্রি.), পৃ. ১৭৭; শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী (র) বলেন, **إِسْحَاقُ بنُ حُنَيْنٍ مِنْ كِبَارِ الأَطِبَاءِ أَيْضاً.** দ্র. *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৭২।

১৭ ইব্ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ২৫৭; উমার রিদা কাহ্হালাহ্ (র) বলেন, **يعرف من اللغات: العربية واليونانية والسريانية والفارسية.** দ্র. *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬২; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আর্রাবাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০১।

১৮ শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *আল-ইবার ফী খাবার মান গাবার*, তাহকীক: ফুয়াদ সা'ঈদ, ২য় খণ্ড (কুয়েত: ১৯৬১ খ্রি.), পৃ. ২০।

১৯ Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The legacy of Islam* p. 316; Osman Ghada, The Seikh of the translators, The translation methodology of Hunayn ibn Ishaq, The Journal of the American Translator and Interpreting studies Association, Vol. 7, 2012, Issue 2, Pp.161-175; Max Meyerhof, *The Book of the Ten Treatises on the Eye Ascribed to Hunain Ibn Ishaq,* p. xix.

২০ আবূ ই'য়াকুব ইসহাক ইব্ন হুনায়ন (৮৩০-৯০১ খ্রি.) হলেন প্রভাবশালী আরব চিকিৎসক এবং অনুবাদক। তিনি বিখ্যাত চিকিৎসক ও অনুবাদক হুনায়ন ইব্ন ইসহাকের সুযোগ্য পুত্র। দ্র. *সিয়ারু আলামিন নুবালা*, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৪৭২।

২১ Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The legacy Of Islam,* p. 316; P.K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 312-313; মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৭১-১৭২, ১৭৬।

২২ A.M.A shushtery, *Outline Of Islamic culture,* p. 136; Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The legacy of Islam,* p. 316-317; C.Elgood, *A Mdical History of persia,* p. 110; ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৯৩; মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৭৬; এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫।

২৩ Shawqi Dayf, Tran. by Abdelwahad El-Affendi, *The Universality of Islam* (Kingdom of Morocco: ISESCO, 1998), p. 37; A.M.A. shushtery, *outline Of Islamic culture,* p. 139; মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৭৬; P. K. Hitti উল্লেখ করেন, Hunayn ibn Ishaq al-Ibadi was judged by ibn al-Ibri and Qifti 'a source of science.'
Cf. *History of the Arabs*, p. 313.

২৪ ইব্ন খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১৭।

২৫ জা'ফর ইব্ন মুহাম্মাদ আল-মুতাসিম বিল্লাহ্ (৮২২-৮৬১ খ্রি.) এর অপর নাম আল-মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহ্, তিনি এ নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ছিলেন ১০ম আব্বাসীয় খলীফা। তিনি ৮৪৭ সাল থেকে ৮৬১ সাল পর্যন্ত আব্বাসীয় খিলাফতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। তার সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়। দ্র. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ২৬৭; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: আইডিয়াল বুক্স, ৯ম সংস্করণ, ২০১৬ খ্রি.), পৃ. ৩৭৯।

[২৬] ইব্ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফি তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ২৫৮-২৫৯; এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫; মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৭২;

[২৭] P. K. Hitti, *History of the Arabs*, P. 313; Douglas Guthrie, *A History of Medicine,* p. 88.

[২৮] এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫; মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৭৬-১৭৭; ইব্ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ২৭১-২৭৪; M Ullmann, Islamic Survey 11, *Islamic Medicine* (Edinburgh: Edinburgh University press, 1978), p. 42; https://en.m.wikipedia.org.

[২৯] ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল-মু'আর্‌রাবাহ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০১।

[৩০] ইব্ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ২৭১-২৭৪; আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আর্‌রাবাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০১-৮০২।

[৩১] শামসুদ্দীন আয্-যাহাবী, *সিয়ারু আ'লামিন্-নুবালা*, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৪৮২; ইব্ন নাদীম, *আল-ফিহ্‌রিস্ত*, পৃ. ৩৫৬; সিদ্দীক ইব্ন হাসান আল-কুনূজী, আবজাদুল উলূম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১১৬; ইব্নুল কিফতী, *ইখবারুল উলামা বি আখবারিল হুকামা*, পৃ. ১৩১; ইউসুফ আল-ইয়ান সারকীস, *মু'জামুল মাতবূ'আতিল আরাবিয়্যাহ্ ওয়াল মু'আর্‌রাবাহ্*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৮০১; উমার রিদা কাহ্‌হালাহ্, *মু'জামুল মুআল্লিফীন*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬৬২; আয্-যিরাকলী, *আল-আ'লাম*, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭; p. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 363.

[৩২] Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The legacy Of Islam,* p. 316; Board of Researchers, *Muslim contribution to science and Technology*, P. 242.

[৩৩] Board of Researchers, *Muslim contribution to seience and Technology*, P. 242; p. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 316; Sir Thomas Arnold and Alfred Guillaume, *The legacy of Islam* P. 318; A.M.A shushtery, *Outline of Islamic culture,* p. 139; এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪-১৮৫; মুহাম্মদ নূরুল আমীন, *বিজ্ঞানে মুসলমানের অবদান*, পৃ. ৬৯।

[৩৪] মুহাম্মদ ইব্ন হারূন অর-রশীদ (আল-আমিন বলে বেশি পরিচিত) (৭৮৭-৮১৩খ্রি.) ছিলেন ষষ্ঠ আব্বাসীয় খলীফা। ৮০৯ সালে তিনি তার পিতা হারূন অর-রশীদের উত্তরসূরি হন। ৮১৩ সাল পর্যন্ত তিনি আব্বাসীয় খিলাফতের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। ৮১৩ সালে তার ভাই আল-মামুনের সাথে এক গৃহযুদ্ধে তিনি ক্ষমতাচ্যুত ও নিহত হন। তার সময়কাল ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ। দ্র. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ২৬৭; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৩৭৯।

[৩৫] আল-মুতামিদ (৮৪৪-৮৯২খ্রি.) ছিলেন ১৫শ আব্বাসীয় খলীফা। তিনি (৮৭০-৮৯২খ্রি.) পর্যন্ত খলীফার পদে আসীন ছিলেন। আল-মুতাওয়াক্কিলের বেঁচে থাকা সন্তানদের মধ্যে তিনি ছিলেন জৈষ্ঠ্য। ২৩ বছর যাবৎ খলীফার দায়িত্ব পালন করলেও তার শাসন ছিল আনুষ্ঠানিক। দ্র. জালালুদ্দীন আস্-সুয়ূতী, *তারীখুল খুলাফা*, পৃ. ২৯১।

[৩৬] এম. আকবর আলী, *বিজ্ঞানে মুসলমানের দান*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ১৮৪।

[৩৭] P. K. Hitti, *History of the Arabs*, p. 312-313; A.M.A shushtery, *outline of Islamic culture,* p. 139; মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৭৬-১৭৭; হাসান আলী চৌধুরী, *ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি*, পৃ. ৫৭৯।

[৩৮] Board of Researchers, *Muslim contribution to science and Technology*, p. 242.

[৩৯] Max Meyerhof, *The Book of the Ten Treatises on the Ten Treatises on The Eye Ascribed to Hunain Ibn Ishaq,* p. xxx; ইব্ন আবী উসায়বিয়া, *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৭১-২৭২।

[৪০] মফিজুল্লাহ্ কবীর, *মুসলিম সভ্যতার স্বর্ণযুগ*, পৃ. ১৭৭; M. Ullmann, *Islamic survey ii, Islamic Medicine,* p. 42.

[৪১] Board of Researchers, *Muslim contribution to science and Technology*, P. 242.

[৪২] M. Ullmann, *Islamic survey ii, Islamic Medicine,* p. 242.

[৪৩] ইব্ন আবী উসায়বিআ, *উয়ূনুল আনবা ফী তাবাকাতিল আতিব্বা*, পৃ. ২৭১-২৭৪; Max meyenhof, *The Book of the Ten Treatises on the Eye Ascribed to Hunain ibn Ishaq,* Pp. xx*i*x-xxx*ii*.